দৈনিক সংবাদ
তারিখ 06 OCT 1996 পৃষ্ঠা ৩ কলাম

প্রাথমিক শিক্ষা — বাস্তব চিত্র

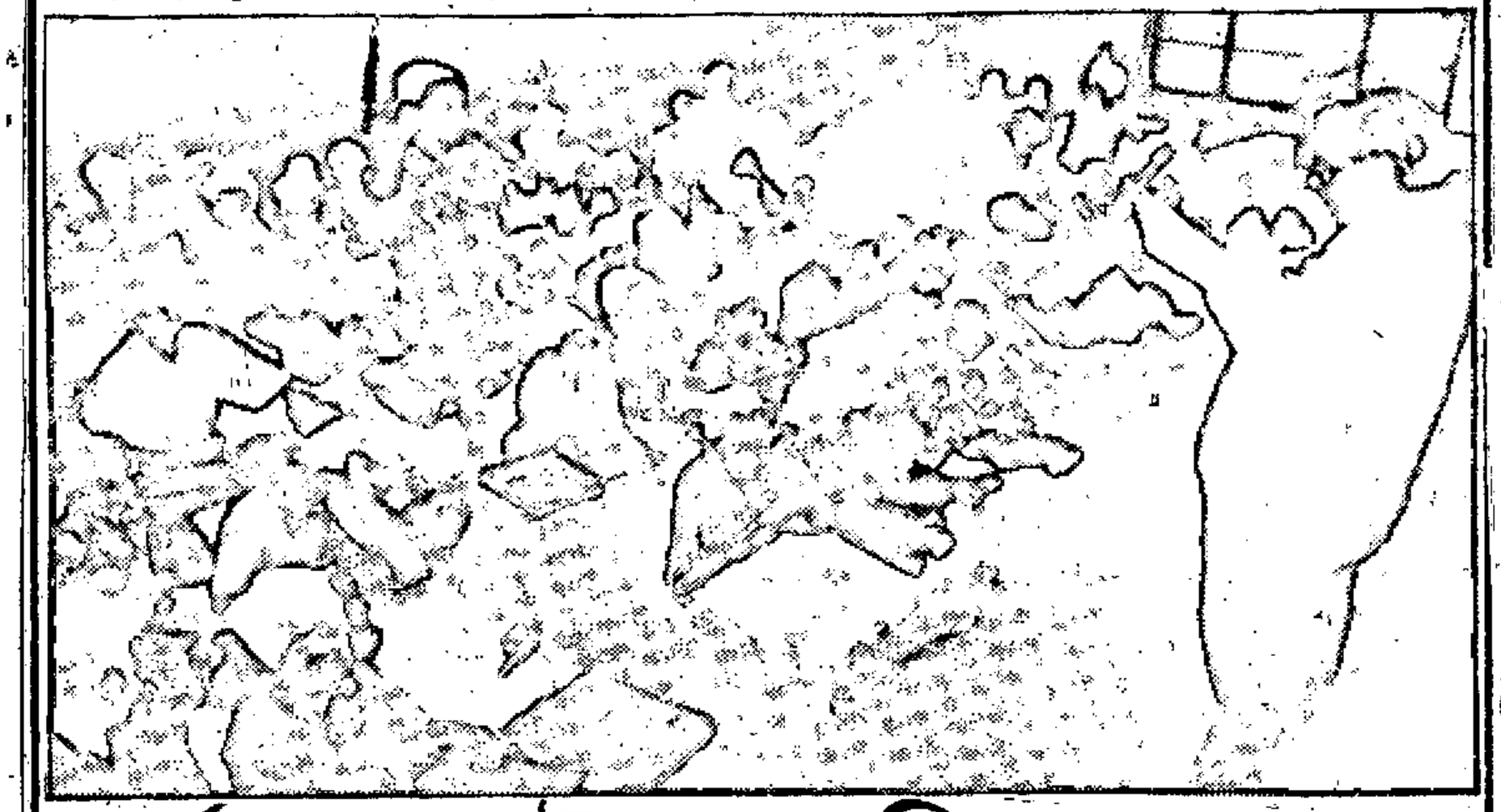

পর্যায় একই, পদ্ধতি ৫ ধরনের

রাশেদ আহমেদ ।। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে দেশে বর্তমানে ৫ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় একটির সাথে আরেকটির কোন সামঞ্জস্য বা সমন্বয় নেই। ফলে আমাদের শিশু- কিশোরদের শিক্ষাজীবন শুরু থেকেই গড়ে উঠছে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিস্তর ব্যবধান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে গড়ে ওঠা এই ৫ প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থাকে অভিন্ন পথে আনার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় কারিকুলাম মেনে চলছে না বোর্ড। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা- এই ৫ প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫ রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছে। এর মধ্যে ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই শুধু পুরোপুরি মেনে চলে শিক্ষা কারিকুলাম। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই কারিকুলাম মেনে চলে না। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় কারিকুলাম বাস্তবায়ন করার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে একটি কমিটিও করে দেয়া আছে; কিন্তু সেই কমিটি এই নীতি বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, সরকারের আইন রয়েছে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হবে; কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। দেশব্যাপী গজিয়ে ওঠা কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে লেখাপড়া করানো হয় তাদের নিজস্ব সিলেবাসে। এর মধ্যে কিছু কিছু কিন্ডার গার্টেন স্কুল জাতীয় কারিকুলামের কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করলেও অধিকাংশই তা করে না। সেখানে পড়ানো হয় বিভিন্ন রকমের বই।

বেশ কিছুদিন আগে দেশের কিন্ডার গার্টেনগুলোর ওপর খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডঃ খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এক জরিপ চালিয়েছিলেন। এই জরিপের রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন, দেশে ২০ হাজার কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ৩ লাখ শিশু ছাত্রছাত্রী নানা মানসিক সমস্যার শিকার হয়ে পড়ছে। সমাজ ও পরিবারে এক ধরনের অসঙ্গত আচরণে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নগরজীবনে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের সমস্যা, নিজেকে নিপীড়িত ভাবার অনুভূতি এই সকল স্কুল হতে সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশনের হিসেব অনুযায়ী দেশে কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা ৬ হাজার এবং ছাত্রছাত্রী ১০ লাখ। এখনো কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন রয়েছে।

এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশু- কিশোরদের শিক্ষা দেয়া হয় বিভিন্নভাবে। এনজিও প্রতি- ষ্ঠানগুলোতে চালু রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শ্রমজীবী শিশু- কিশোরদের শিক্ষা। তারাও জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম পুরোটা মেনে চলে না। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে শিক্ষা দেয়া হয় আন্তর্জাতিক মানে। আর মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে স্কুল শিক্ষার পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে মাদ্রাসা বোর্ড জাতীয় কারিকুলাম না মেনে নিজস্ব কারিকুলাম তৈরি করেছে।

দেশে বিভিন্ন রকম প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকা সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

প্রাথমিক ঃ শিক্ষা চিত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আজিজ আহমেদ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সরকারি- বেসরকারিসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি কি বিষয় পড়াবে তার একটি নির্দেশিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় করে দিয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানায় পরি- চালিত অনেক প্রতিষ্ঠান তা মেনে চলে না। ঐসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থাও নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে এ বিষয়ে খুব শিগগিরই নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

স্কুলের সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী হার ইত্যাদি ঃ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গত ৫ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক; কিন্তু সেই অনুপাতে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং শিক্ষক সংখ্যা বাড়েনি। এক্ষেত্রে নতুন গড়ে ওঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারি সহায়তা পেলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে মাত্র ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৬ হাজার ৮শ' ৩৬ জন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮ লাখ ৪১ হাজার।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বর্তমানে দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বনিম্ন অনুপাত হচ্ছে ১ঃ৬২। অর্থাৎ একজন শিক্ষককে এক সময়ে ৬২টি শিশুকে শিক্ষা দিতে হয়। কোন শিক্ষকের পক্ষেই ৬২টি শিশুর প্রতি সমান মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংযোগ সময় কমে যাওয়ায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

ব্যানবেইস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দেশে ৫৪ হাজার ২শ' ৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে সরকারি ৩৭ হাজার ৭শ' ১০ এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি ১৬ হাজার ৫শ' ৫৭। এসব বিদ্যালয়ে সর্বমোট ২ লাখ ৩১ হাজার ১শ' ৭৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে সরকারি শিক্ষক ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯শ' ৪৮ জন এবং বেসরকারি ৬৬ হাজার ২শ' ২৮ জন।

ব্যানবেইস-এর তথ্যে জানা যায়, ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৯ লাখ ৩৯ হাজার। '৯৫ সালে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্তির সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১ কোটি ৬৭ লাখ ৮০ হাজার। অর্থাৎ ৫ বছরে বৃদ্ধি পায় ৪৮ লাখ ৪১ হাজার।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে '৯০ সালে শিক্ষকসংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫৮ হাজার ১শ' ১২ জন, '৯৫ সালে এই সংখ্যা হয় ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯শ' ৪৮ জন।

'৯০ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৬শ' ৫৫টি। '৯৫ সালে এই সংখ্যা হয় ৩৭ হাজার ৭শ' ১০। অর্থাৎ ৫ বছরে মাত্র ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে। সরকারি তথ্যই প্রমাণ করে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার বিপুল আকারে বৃদ্ধি পেলেও পাশাপাশি